

القدر: ৯৬ - البينة: ৯৮

১০৫

১০৬

سَدَّ الزَّيْبَانِيَةَ ۖ كَلَّا لَا تَطْعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝
سُبْحَانَ الْقَدْرِ وَبِحَمْدِهِ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۖ وَمَا ذَرِكُ مَالِيْلَةُ الْقَدْرِ ۖ لَيْلُهُ
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ سَهْرٍ ۖ نَزَّلْنَا الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا
يَأْذُنُ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ ۖ سَلَامٌ شَيْءٍ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝
سُبْحَانَ الْقَدْرِ وَبِحَمْدِهِ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ
حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۖ
فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۖ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ
الْمُشْرِكِينَ فِي تَارِيحِهِمْ خُلِدُوا فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ

(১৮) আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে (১৯) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জনকরুন।

সূরা কদর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আমি একে নাখিল করেছি শবে-কদরে। (২) শবে-কদর সমুদ্রে আপনি কি জানেন? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

সূরা বাইয়্যিনাহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাকের ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। (২) অর্থাৎ, আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, (৩) যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। (৪) অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিজ্ঞ হইয়াছে তা ইয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (৫) তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা ঋণী মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাকের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

সেজদা করলে সে তাঁর ঘাড় পদতলে পিটি করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে : **لَا تَطْعُهُ** অর্থাৎ, সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতি কম্পনাও করা যায় না।

نَاصِيَةٍ এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। **لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ**

শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। যার এই কেশগুচ্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَلَّا لَا تَطْعُهُ এতে নবী করীম (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবু জাহলের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সেজদা ও নামাযে মশগুল থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সেজদায় দোয়া কবুল হয় : আবু দাউদে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) -এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : বন্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে—সেজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাযের সেজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরয নামাযসমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ, ফরয নামায সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সেজদা করা ওয়াজিব। সহীহ মুসলিমে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করেছেন।

সূরা কদর

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বনী-ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জেহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উস্মতের জন্যে শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (রহঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী-ইসরাঈলের জনৈক এবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাক্তি এবাদতের মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জেহাদের জন্যে বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জেহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস